তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান

[মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান এই তিনটি চলক যে কোন অর্থনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক। ভোক্তা মূল্যসূচক দ্বারা মূল্যস্তরকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে ২০১০-১১ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার ৮.৮০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৭.৩১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ১১.১১ শতাংশে। এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১.৫২ শতাংশে। মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য সরকার খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখাসহ মুদ্রানীতিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সর্বশেষ ২০০৯ সালে বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা ৫.৩৭ কোটি, তন্মধ্যে ৫.১০ কোটি শ্রমশক্তি (পুরুষ ৩.৮৫ কোটি এবং মহিলা ১.২৫ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। মোট শ্রমশক্তিতে কৃষিজীবীর অংশ পূর্বের তুলনায় কমলেও এখনও সর্বাধিক শ্রমশক্তি কৃষিখাতে নিয়োজিত (৪৭.৩৩ শতাংশ)। বাংলাদেশের মজুরি হার সূচক অনুসারে নামিক (Nominal) ও প্রকৃত মজুরি (Real) হার সূচক উভয়ই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির এক বিরাট অংশ বিদেশে কর্মরত। ২০১০-১১ অর্থ বছরে মোট ৪৩৯ হাজার লোক কর্মের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমন করেছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে ৫০২ হাজার শ্রমশক্তি বিদেশে গেছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে মোট ১১,৬৫০.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স দেশে পাঠিয়েছে। বিদেশে কর্মরত মোট শ্রমিকের ৮০ শতাংশ মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত। সাম্প্রতিক এ অঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশের শ্রমবাজারের জন্য চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশে শ্রমশক্তি রপ্তানী বৃদ্ধি ও নির্বিঘ্ন রাখার উদ্দেশ্যে বোয়েসেলকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে। সেজন্য সরকার বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে নতুন শ্রম বাজারের অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। রেমিটেন্স প্রবাহকে নির্বিঘ্ন রাখার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন, মোবাইল সার্ভিসের মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা, সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রদানকারীকে CIP মর্যাদা প্রদানের মত যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।]

ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ভোক্তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় ব্যবহৃত খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্য ও সেবা সামগ্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) প্রণয়ন করে থাকে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে বর্তমান জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক প্রকাশ করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey, 1995-96) হতে এ মূল্যসূচকে ব্যবহৃত সূচক-ঝুড়ির (Index basket) পণ্য ও ভার (Weight) নেয়া হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত গ্রামীণ অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ও নগর এলাকার অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ব্যবহার করে যথাক্রমে সার্বিক গ্রামীণ (All rural) মূল্যসূচক এবং সার্বিক নগর (All urban) মূল্যসূচক নির্ণয় করা হয়। অতঃপর গ্রামীণ ও নগর এলাকার ভোগ-ব্যয়ের ভিত্তিতে ভারিত গড়ের মাধ্যমে (Weighted average) জাতীয় পর্যায়ের ভোক্তার মূল্যসূচক নির্ণয় করা হয়। সকল মূল্যসূচক ক্ষেত্র খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত এ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা আরও কতগুলো উপভাগে বিভক্ত। বাংলাদেশে ভোক্তা মূল্যসূচক থেকে মূল্যস্ফীতি নিরূপণ করা হয়। নিম্নে ২০০২-০৩ অর্থবছর থেকে জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি সারণি ৩.১-এ দেখানো হলো।

সারণি ৩.১: জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬=১০০)

	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
সাধারণ সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৩৫.৯৭ (৪.৩৮)	১৪৩.৯০ (৫.৮৩)	১৫৩.২৩ (৬.৪৮)	১৬৪.২১ (৭.১৭)	১৭৬.০৬ (৭.২২)	১৯৩.৫৪ (৯.৯৩)	২০৬.৪৩ (৬.৬৬)	২২১.৫৩ (৭.৩১)	২৪১.০২ (৮.৮০)
খাদ্য সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৩৭.০১ (৩.৪৬)	১৪৬.৫০ (৬.৯৩)	১৫৮.০৮ (৭.৯১)	১৭০.৩৪ (৭.৭৬)	১৮৪.১৮ (৮.১২)	২০৬.৭৯ (১২.২৮)	২২১.৬৪ (৭.১৮)	২৪০.৫৫ (৮.৫৩)	২৬৭.৮৩ (১১.৩৪)
খাদ্য-বহির্ভূত সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৩৫.১৩ (৫.৬৬)	১৪১.০৩ (৪.৩৭)	১৪৭.১৪ (৪.৩৩)	১৫৬.৫৬ (৬.৪০)	১৬৫.৭৯ (৫.৯০)	১৭৬.২৬ (৬.৩২)	১৮৬.৬৭ (৫.৯১)	১৯৬.৮৪ (৫.৪৫)	২০৫.০১ (৪.১৫)

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

লেখচিত্র ৩.১: জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি

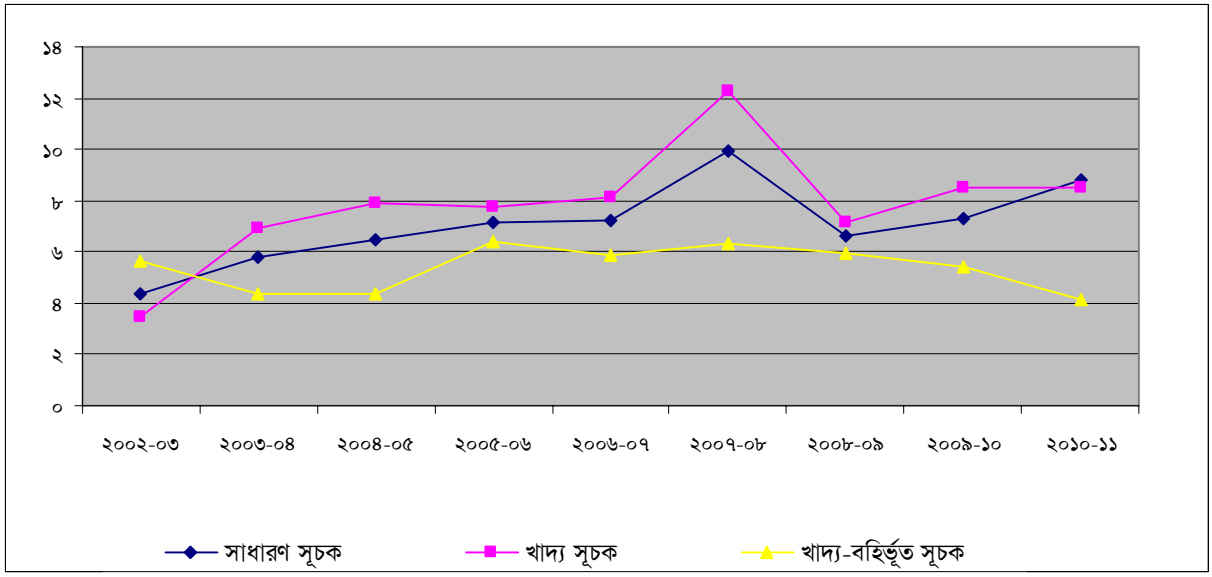

ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে ২০১০-১১ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার ৮.৮০ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৭.৩১ শতাংশ। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০২-০৩ অর্থবছর থেকে মূল্যস্ফীতির হার ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরে তা সর্বোচ্চ ৯.৯৩ শতাংশে পৌঁছায় । এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির চেয়ে অনেক বেশী ছিল। উল্লেখ্য, ভোক্তা মূল্যসূচকে শহর এলাকার জন্য খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত অংশের ভার (Weight) যথাক্রমে ৪৮.৮ শতাংশ এবং ৫১.২ শতাংশ এবং গ্রামীণ এলাকার জন্য যথাক্রমে ৬২.৯৬ শতাংশ এবং ৩৭.০৪ শতাংশ।

চলতি ২০১১-১২ অর্থবছরে জুলাই মাসে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১০.৯৬ শতাংশ। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দ্রব্যমূল্যের দুঃসহ চাপ প্রশমণের লক্ষ্যে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারের এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য চলতি বছরের জুলাই মাসের তুলনায় কিছুটা নেমে আসে। মার্চ ২০১২-এ মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ১০.১০ শতাংশে। এ সময়ের ব্যবধানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ১৩.৩৪ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৮.২৮ শতাংশে । কিন্তু একই সময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ ২০১২-এ দাঁড়িয়েছে ১৩.৯৬ শতাংশে যা জুলাই ২০১২-এ ছিল ৬.৪৬ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ১১.১১ শতাংশে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ)-তে ২০১১-১২ অর্থ বছরের মূল্যস্ফীতি ৯.৫ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরের মাস ওয়ারি মূল্যস্ফীতির ধারা সারণি ৩.২-এ দেয়া হলো।

সারণি ৩.২: ২০১১-১২ অর্থবছরের মাসওয়ারি মূল্যস্ফীতির (Point to point) ধারা
(ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬=১০০)

		২০১০-১১	জুলাই'১১	আগস্ট'১১	সেপ্টে.'১১	অক্টো.'১১	নভে.'১১	ডিসে.'১১	জানু.'১২	ফেব্রু.'১২	মার্চ'১২	গড় মূল্যস্ফীতি (জুলাই-মার্চ)
জাতীয়	সাধারণ	৮.৮০	১০.৯৬	১১.২৯	১১.৯৭	১১.৪২	১১.৫৮	১০.৬৩	১১.৫৯	১০.৪৩	১০.১০	১১.১১
	খাদ্য	১১.৩৪	১৩.৪০	১২.৭০	১৩.৭৫	১২.৮২	১২.৪৭	১০.৪০	১০.৯০	৮.৯২	৮.২৮	১১.৫২
	খাদ্য-বহির্ভূত	৪.১৫	৬.৪৬	৮.৭৬	৮.৭৭	৯.০৫	১০.১৯	১১.৩৮	১৩.১৬	১৩.৫৭	১৩.৯৬	১০.৫৯
শহর	সাধারণ	৯.৪০	১১.০৯	১১.৩৪	১১.৮৫	১১.০১	১১.৩৭	১০.২৫	১১.১৫	৯.৭৯	৯.৪০	১০.৮১
	খাদ্য	১২.০৩	১৩.৫৩	১২.৫৯	১৩.৩৫	১১.৯৪	১১.৮০	৯.৬০	১০.১৮	৮.০৫	৭.২১	১০.৯২
	খাদ্য-বহির্ভূত	৪.১৮	৬.১৪	৮.৭৪	৮.৬৯	৯.০১	১০.৪৬	১১.৬২	১৩.২৩	১৩.৫৭	১৪.১৭	১০.৬৩
গ্রাম	সাধারণ	৭.৩০	১০.৬৫	১১.২০	১২.২৯	১২.৪৭	১২.১১	১১.৬২	১২.৭৩	১২.০৬	১১.৮৯	১১.৮৯
	খাদ্য	৯.৭৬	১৩.১২	১২.৯৪	১৪.৬৭	১৪.৮৭	১৪.০৪	১২.২৬	১২.৫৬	১০.৯৬	১০.৮০	১২.৯১
	খাদ্য-বহির্ভূত	৪.০৭	৭.৩২	৮.৮০	৯.০০	৯.১৭	৯.৪৭	১০.৭৪	১২.৯৭	১৩.৫৯	১৩.৪২	১০.৫০

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মজুরি হার সূচক

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৬৯-৭০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করছে। সারণি ৩.৩-এ ২০০২-০৩ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত মজুরি হার সূচক দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.৩: মজুরি হার সূচক
(ভিত্তি বছরঃ ১৯৬৯-৭০=১০০)

অর্থবছর	নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক					শিল্প শ্রমিকদের জাতীয় ভোক্তা মূল্য সূচক	প্রকৃত (Real) মজুরি হার সূচক (সাধারণ)
	সাধারণ	কৃষি	মৎস্য	শিল্প	নির্মাণ		
২০০২-০৩	২৯২৬ (১০.৯৬)	২৪৪৩ (৮.০০)	২৫৬৩ (৬.৩০)	৩৫০১ (১৫.৩৫)	২৬২৪ (৭.৩৬)	২০৬৮ (২.১৭)	১৪১ (৮.৪৬)
২০০৩-০৪	৩১১১ (৬.৩১)	২৫৮২ (৫.৬৯)	২৭৭৫ (৮.২৮)	৩৭৬৫ (৭.৫৫)	২৬৬৯ (১.৬৯)	২১২৯ (২.৯৫)	১৪৬ (৩.৫৫)
২০০৪-০৫	৩২৯৩ (৫.৮৫)	২৭১৯ (৫.৩০)	২৯৫৭ (৬.৫৫)	৪০১৫ (৬.৬৪)	২৭৫৮ (৩.৩৩)	২২১৬ (৪.০৮)	১৪৯ (২.০৫)
২০০৫-০৬	৩৫০৭ (৬.৫০)	২৯২৬ (৭.৬১)	৩১৩৩ (৫.৯৫)	৪২৯৩ (৬.৯২)	২৮৮৯ (৪.৭৫)	২৩৫১ (৬.০৯)	১৪৯ (০.০০)
২০০৬-০৭	৩৭৭৯ (৭.৭৬)	৩১৫৬ (৭.৮৬)	৩৩৩২ (৬.৩৫)	৪৬৩৬ (৭.৯৯)	৩১৩৫ (৮.৫২)	২৫২৪ (৭.৩৬)	১৫০ (০.৬৭)
২০০৭-০৮	৪২২৭ (১১.৮৫)	৩৫.২৪ (১১.৬৬)	৩৬৬৯ (১০.১১)	৫১৯৭ (১২.১০)	৩৫৪৯ (১৩.২০)	২৭৪০ (৮.৫৬)	১৫৪ (২.৬৭)
২০০৮-০৯	৫০২৬ (১৮.৯০)	৪২৭৪ (২১.২৮)	৪২৩৬ (১৫.৪৫)	৬১২৮ (১৭.৯১)	৪৩১১ (২১.৪৭)	২৮৮৫ (৫.৩০)	১৭৪ (১২.৯২)
২০০৯-১০	৫৪৪১ (৮.২৬)	৪৮০৪ (১২.৩৭)	৪৭২৭ (৯.০৭)	৬৬২০ (৬.৪০)	৪৬৩৩ (৮.৭০)	..	..
২০১০-১১	৫৭৮২ (৬.২৭)	৫৩২৬ (১০.৮৭)	৫০৪৩ (৬.৬৯)	৬৭৭৮ (৩.৯৬)	৪৯৮৩ (৭.৫৫)	..	..

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

নোট-১: বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা শতকরা বার্ষিক পরিবর্তন নির্দেশ করে।

[নোট:-২: ২০০৫-০৬ অর্থবছরের পর হতে বিবিএস শিল্প শ্রমিকের জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক প্রকাশ করেনি বিধায় ২০০৬-০৭ হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরসমূহের শিল্প শ্রমিকের জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক তৎপূর্ববর্তী বছরসমূহের ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI) ও শিল্প শ্রমিকের জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচকের অনুপাতের Trend Analysis করে নিরুপণ করা হয়েছে এবং এ নিরুপিত শিল্প শ্রমিকের জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচকের ওপর ভিত্তি করে ২০০৬-০৭ হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরসমূহের প্রকৃত মজুরি হার সূচক নিরুপণ করা হয়েছে।]

উক্ত সারণি থেকে দেখা যায় যে, নামিক (Nominal) সাধারণ মজুরি হার সূচক ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০১০-১১ অর্থবছরের সূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ৬.২৭ শতাংশ । খাতভিত্তিক মজুরির উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১০-১১ অর্থ বছরে সকল খাতের মজুরির হার সূচকের প্রবৃদ্ধি ৪ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে কৃষি ও মৎস্য খাতের মজুরিসূচক বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১০.৮৭ শতাংশ ও ৬.৬৯ শতাংশ। এ দুই খাতের তুলনায় শিল্প ও নির্মাণ খাতে মজুরি সূচক বৃদ্ধির হার কিছুটা কম। উল্লেখ্য, ২০১০-১১ অর্থবছরে শিল্প ও নির্মাণ খাতে মজুরি সূচক বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৩.৯৬ শতাংশ ও ৭.৫৫ শতাংশ।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

দেশের শ্রমশক্তির সার্বিক চিত্র নিরূপণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) পরিচালনা করে। বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ জরিপ " Labour Force Survey - 2010" অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা ৫.৬৭ কোটি, তন্মধ্যে ৫.৪০ কোটি শ্রমশক্তি (পুরুষ ৩.৭৮ কোটি এবং মহিলা ১.৬২ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। মোট শ্রমশক্তিতে কৃষিজীবীর অংশ পূর্বের তুলনায় কমলেও এখনও সর্বাধিক শ্রমিক কৃষিখাতে নিয়োজিত (৪৭.৩৩%) । উল্লেখ্য, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে ৪.৭৪ কোটি শ্রমশক্তি (পুরুষ ৩.৬১ কোটি এবং মহিলা ১.১৩ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল, যার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত ছিল কৃষিখাতে (৪৮.১০%) । এ দুটো জরিপকালে কৃষিতে শ্রমশক্তির হার প্রায় ১ শতাংশ কমেছে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ অনুযায়ী ৪৪.৪ শতাংশ (কৃষিতে ২৫.৫ শতাংশ ও অকৃষিতে ১৮.৯ শতাংশ) শ্রমশক্তি স্বকর্মে নিয়োজিত, যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরের

শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ছিল ৪১.৯৮ শতাংশ। লক্ষ্যণীয় যে, এ দুটো জরিপকালে স্বকর্মে নিয়োজিতদের অবদান প্রায় ২ শতাংশ কমেছে। এলএফএস ২০১০ অনুযায়ী দিনমজুর ও বিনা মজুরিতে পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতের হার যথাক্রমে ২১.৮ শতাংশ ও ১৯.৭ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী জরিপ অনুযায়ী ছিল যথাক্রমে ১৮.১৪ শতাংশ ও ২১.৭৩ শতাংশ। তবে সর্বশেষ পরিচালিত জরিপে নিয়মিত নিয়োগকৃত কর্মীর হার ২.৪৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৪.৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ ও ২০১০ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতওয়ারি শ্রমিকের (১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে) অংশ সারণি ৩.৪-এ দেখানো হলো:

সারণি ৩.৪: শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ
(১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)

খাত	এলএফএস ১৯৯৫-৯৬	এলএফএস ১৯৯৯-০০	এলএফএস ২০০২-০৩	এলএফএস ২০০৫-০৬	এলএফএস ২০১০
কৃষি, বনজ ও মৎস	৪৮.৮৫	৫০.৭৭	৫১.৬৯	৪৮.১০	৪৭.৩৩
খনিজ ও খনন	-	০.৫১	০.২৩	০.২১	০.১৮
ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.০৬	৯.৪৯	৯.৭১	১০.৯৭	১২.৩৪
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২৯	০.২৬	০.২৩	০.২১	০.১৮
নির্মাণ	২.৮৭	২.৮২	৩.৩৯	৩.১৬	৪.৭৯
বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১৭.২৪	১৫.৬৪	১৫.৩৪	১৬.৪৫	১৫.৪৭
পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৩২	৬.৪১	৬.৭৭	৮.৪৪	৭.৩৭
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	০.৫৭	১.০৩	০.৬৮	১.৪৮	১.৮৪
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	১৩.৭৯	১৩.০৮	৫.৬৪	৫.৪৯	৬.২৬
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	-	-	৬.৩২	৫.৪৯	৪.২৪
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বিবিএস, লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ ও ২০১০ ।

নোট-১ : পূর্ববর্তী শ্রমশক্তি জরিপসমূহে ১০ বছর বয়সের উর্ধ্ব হতেই জরিপের হিসাবে নেয়া হতো কিন্তু শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-০৩ , ২০০৫-০৬ ও ২০১০-এ ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বের জনশক্তিকেই শ্রমশক্তি গণনায় আনা হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিল্পসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে আধাদক্ষ ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, শিল্প ও কারখানাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা, বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শ্রম-কল্যাণমূলক কার্যকর্মের ব্যবস্থা করা, শ্রম সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ইত্যাদি হচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মৌলিক কাজসমূহের মধ্যে প্রধান। এ সকল ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক গৃহীত কতিপয় কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

(ক) গার্মেন্টস সেক্টরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

গার্মেন্টস সেক্টরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯ সদস্যের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি গার্মেন্টস সেক্টরের শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার কাজে ভূমিকা পালন করে আসছে। উক্ত কোর কমিটির আওতায় গার্মেন্টস সেক্টরের সুবিধা অসুবিধা ও বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট সংকট নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকায় ০২টি, গাজীপুরে ০১টি, নারায়নগঞ্জে ০২টি টীমের মাধ্যমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, পুলিশ, রাব, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, বিজিএমই, বিকেএমইএসহ শ্রমিক প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে সার্বিক তদারকির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(খ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে শ্রমশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো কর্তৃক দেশের ২৬টি জেলায় ৩২৫.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি প্রকল্পের আওতায় মহিলাদের জন্য ৬টিসহ মোট ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে ১৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রতি বছর প্রায় ২০ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি (৬ষ্ঠ পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বর্ণিত ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মোট ৩৮টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে ।এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী-খুলনায় স্থাপিত ৪টি শিল্প-সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর মাধ্যমে শ্রমিক, মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং শ্রম প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের সভায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়, যা ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। এ নীতি বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নের সকল উপাদান ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের আরো উন্নত সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

(গ) শিশু শ্রম নিরসন

শিশুশ্রম নিরসন বর্তমান বিশ্বে একটি স্পর্শকাতর বিষয় । এ কারণে দেশে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প কারখানা হতে শিশু শ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসনের জন্য এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় ৪০,০০০ শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানসহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের ৫০,০০০ শিশু শ্রমিককে ২৪ মাস ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ৯টি ট্রেডে ৬ মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। উক্ত প্রশিক্ষণ শেষে আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রেডওয়ারী উপকরণ সরবরাহ করা হবে। এছাড়াও বাংলাদেশের Urban Informal Economy থেকে নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম নিরসনের জন্য নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৭১৩৯.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমের ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় "Urban Informal Economy (UIE) programme of the project of support to the time bound programme towards the elimination of wrost forms of child labor in Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন শেষে প্রায় ৫৫,০০০ শিশু শ্রমিককে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে এবং ২৬,০০০ জন শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ১৩,০০০ জনকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। একই প্রকল্পের আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম উইং-এর তত্ত্বাবধানে চাইল্ড লেবার ইউনিট (সিএলইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম ইউনিট অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করছে। এছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল পত্র, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মতো উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে শিশুশ্রম নিরসনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে সিএলইউ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

(ঘ) নারী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

দেশের নারী সমাজকে উৎপাদনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ৬টি বিভাগীয় সদরে ৬টি মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৬টি ট্রেডে দুই শিফট প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রয়েছে। উল্লিখিত কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রতি বছর ৪,৩২০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে দেশ-বিদেশে দক্ষ ও আধা-দক্ষ নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর হতে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী হাউজ কিপিংসহ বিভিন্ন ট্রেডে বছরে প্রায় ১০,০০০ (দশ হাজার) জন যুব মহিলা বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করেছে। অন্যদিকে নারীর ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধান, নারী-কর্মবান্ধব পরিবেশ ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(ঙ) শ্রমিকের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম

শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার সজাগ রয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকদের সংখ্যা ও সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের কল্যাণার্থে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছেঃ-

- শ্রমিকদের মানসম্মত জীবন-যাপন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে ৪২টি শিল্প সেক্টরের মধ্যে ৩২টি শিল্প সেক্টরে নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করেছে।
- শ্রমিকদের চাকরির অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ হতে ৬০ বছরে উন্নীত করে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনপূর্বক ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১০ প্রণয়ন এবং কার্যকর করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ আরও যুগোপযোগী ও শ্রমবান্ধব করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনটি বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে।
- ব্যক্তি মালিকানাধীন সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইনের খসড়া বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকার জাতীয় শ্রমনীতি ২০১০ প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।
- গার্মেন্টসসহ অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে চাষাড়া, তেজগাঁও ও টঙ্গীতে প্রতিটি ১০ তলা বিশিষ্ট হোস্টেল ভবন নির্মাণের জন্য ১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স

বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসৃজনের পাশাপাশি বেকার সমস্যা হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে ব্যাপক অবদান রাখছে। দেশের শ্রমশক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ মধ্যপ্রাচ্যেসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছে। শুধু ২০১০-১১ সালে প্রায় ৪.৩৯ লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক কাজের সন্ধানে বিদেশে গমন করেছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা শ্রমশক্তি রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণসহ প্রবাসীদের কল্যাণার্থে সরকার *প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক* নামক বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য National Skill Development Council-কে আরও কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে জুলাই-মার্চ সময়কালে রেমিটেন্স এসেছে ৯৫২৭.৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১২.১৮ ভাগ বেশী। বিগত কয়েক বছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের বছর ওয়ারি পরিসংখ্যান সারণি ৩.৫-এ দেখানো হলো।

সারণি ৩.৫: প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবীর সংখ্যা (০০০)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ			
		মিলিয়ন মার্কিন ডলার	শতকরা ** পরিবর্তন (%)	কোটি টাকা	শতকরা ** পরিবর্তন (%)
২০০২-০৩	২৫১	৩০৬১.৯৭	২২.৪২	১৭৭১৯.৫৮	২৩.১৪
২০০৩-০৪	২৭৭	৩৩৭১.৯৭	১০.১২	১৯৮৭২.৩৯	১২.১৫
২০০৪-০৫	২৫০	৩৮৪৮.২৯	১৪.১৩	২৩৬৪৬.৯৭	১৮.৯৯
২০০৫-০৬	২৯১	৪৮০১.৮৮	২৪.৭৮	৩২২৭৪.৬০	৩৬.৪৯
২০০৬-০৭	৫৬৪	৫৯৭৮.৪৭	২৪.৫০	৪১২৯৮.৫০	২৭.৯৬
২০০৭-০৮	৯৮১	৭৯১৪.৭৮	৩২.৩৯	৫৪২৯৩.২৪	৩১.৪৫
২০০৮-০৯	৬৫০	৯৬৮৯.১৬	২২.৪২	৬৬৬৭৪.৮৭	২২.৮০
২০০৯-১০	৪২৭	১০,৯৮৭.৪০	১৩.৪০	৭৬,১০৯.৬০	১৪.১৫
২০১০-১১	৪৩৯	১১,৬৫০.৩২	৬.০৩	৮২,৯৯২.৮৯	৯.০৪
২০১১-১২ **(জুলাই- মার্চ)**	৫০২*	৯৫২৭.৩৭	১২.১৮	৭৪৫২৮.২০	২৪.৫০

উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।
নোট: * মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত ** শতকরা পরিবর্তন পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়।

লেখচিত্র ৩.২: জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিটেন্স প্রবাহের গতিধারা

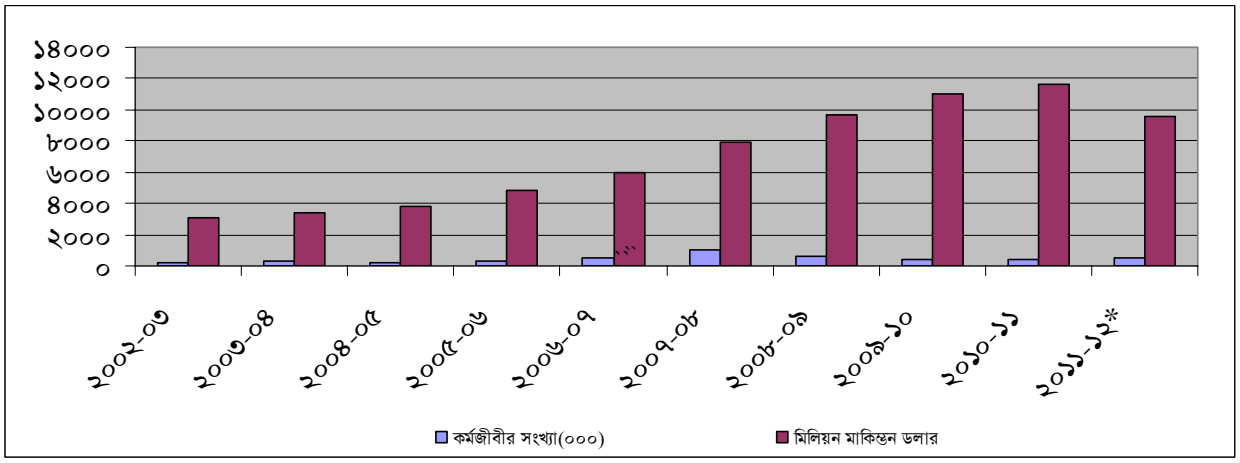

* জুলাই-মার্চ পর্যন্ত ।

সারণি ৩.৫ ও লেখচিত্র ৩.২ হতে প্রতীয়মান হয় যে, জনশক্তি রপ্তানির ধারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রমহ্রাসমান হলেও রেমিটেন্স প্রবাহ ক্রমবর্ধমান। তবে ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে রেমিটেন্স প্রবাহ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে যা স্বাভাবিক ধারার চেয়ে বেশী।

রেমিটেন্সের পরিমাণ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থবছরে জিডিপি ও মোট পণ্য রপ্তানির শতকরা হারে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫.৯০ শতাংশ ও ৪৬.৭৬ শতাংশ । ২০১০-১১ অর্থবছরে রেমিটেন্সের পরিমাণ জিডিপি'র প্রায় ১০.৪৩ শতাংশে এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৫০.৮২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। সারণি ৩.৬-এ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিটেন্স দেখানো হলঃ

সারণি ৩.৬: জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হার

অর্থবছর	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
জিডিপির শতকরা হার	৫.৯০	৫.৯৮	৬.৩৭	৬.৮৯	৮.৭৪	১০.০২	১০.৮৪	১১.৭৭	১০.৪৩
রপ্তানির শতকরা হার	৪৬.৭৬	৪৪.৩৫	৪৪.৪৬	৪৫.৬২	৪৯.০৯	৫৬.০৯	৬২.২৫	৬৩.৪৮	৫০.৮২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৩ : জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হার

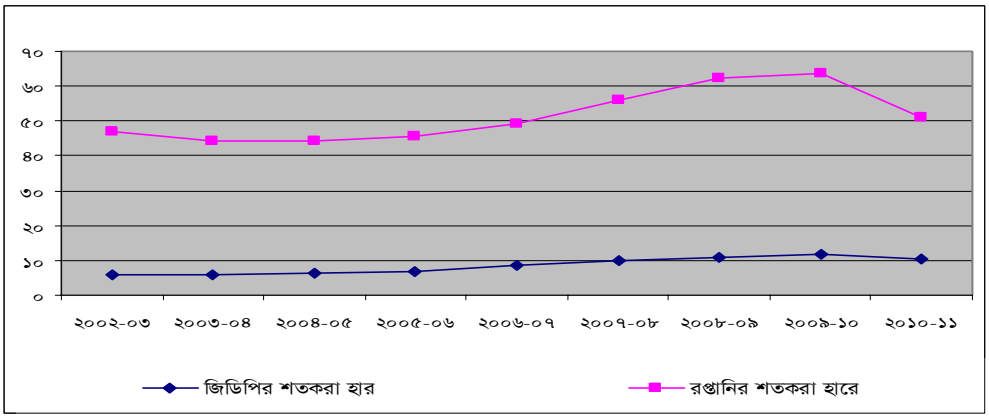

শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি

জনশক্তি রপ্তানির ধরন অর্থাৎ পেশাগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানির ৫০ শতাংশেরও বেশী। সারণি ৩.৭-এ শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত কয়েক বছরে পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। তবে স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক।

সারণি ৩.৭ : শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

সাল	পেশাজীবী	দক্ষ	আধা-দক্ষ	স্বল্পদক্ষ	মোট
২০০২	১৪৪৫০	৫৬২৬৫	৩৬০২৫	১১৮৫১৬	২২৫২৫৬
২০০৩	১৫৮৬২	৭৪৫৩০	২৯২৩৬	১৩৬৫৬২	২৫৪১৯০
২০০৪	১৯১০৭	৮১৮৮৭	২৪৫৬৬	১৪৭৩৯৮	২৭২৯৫৮
২০০৫	১৯৪৫	১১৩৬৫৫	২৪৫৪৬	১১২৫৫৬	২৫২৭০২
২০০৬	৯২৫	১১৫৪৬৮	৩৩৯৬৫	২৩১১৫৮	৩৮১৫১৬
২০০৭	৬৭৬	১৬৫৩৪৪	১৮৩৭৫৪	৪৮২৮৩৫	৮৩২৬০৯
২০০৮	১৮৬৪	২৮১৪৪৪	১৩২৮১০	৪৪৭৩৩৮	৮৭৫০৫৫
২০০৯	১৪২৬	১৩৪২৬৫	৭৪৬০৪	২৫৫০৭০	৪৭৫২৭৮
২০১০	৩৮৭	৯০৬২১	১২৪৬৯	২৮৭২২৫	৩৯০৭০২
২০১১	১১৯২	২২৯১৪৯	২৮৭২৯	৩০৮৯৯২	৫৬৮০৬২

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। ২০০২ সালে পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানি ছিল মোট জনশক্তির প্রায় ৬ শতাংশ, যা পরবর্তী বছরগুলোতে কমে এসেছে। পক্ষান্তরে, একই সময়ের ব্যবধানে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার প্রায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । ২০০২ সালে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি ছিল মোট মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ২৫ শতাংশ যা ২০১১ সালে দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশে। একইভাবে স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি বেড়েছে ৫৩ শতাংশ থেকে ৫৫ শতাংশে।

লেখচিত্র ৩.৪(ক) : ২০০২ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

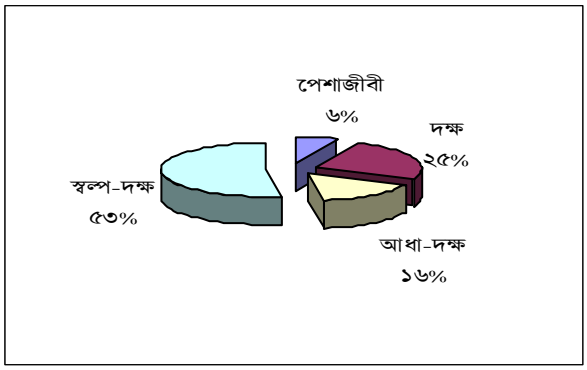

লেখচিত্র ৩.৪(খ): ২০১১ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

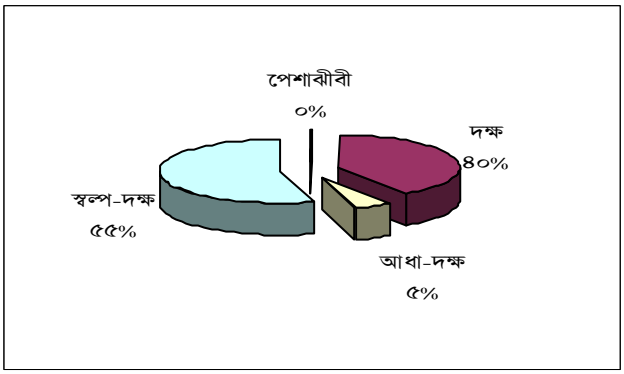

বাংলাদেশের পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানির হার কম। বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মান ও সুযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চলছে। একইসঙ্গে নানা প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি ও ৩৮ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১১ সালে ৪৮টি ট্রেডে ৬৫.৫৭ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও মুন্সীগঞ্জ, চাঁদপুর, বাগেরহাট, ফরিদপুর ও সিরাজগঞ্জ জেলায় একটি করে ইনষ্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন ও দেশের ৩০টি নতুন টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিটেন্স

বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তি অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, লেবানন, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিসাস, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশী জনশক্তি কর্মরত রয়েছে। ২০০২ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত মোট জনশক্তি রপ্তানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৭০ শতাংশেরও বেশি জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে । সারণি ৩.৮ এবং নিম্নের লেখচিত্র ৩.৫(ক) ও ৩.৫(খ) - তে ২০০১ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানির সংখ্যা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৮: দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী জনশক্তির সংখ্যা

সাল	সৌ: আরব	কুয়েত	ইউএই	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	অন্যান্য	মোট
২০০২	১৬৩২৫৪	১৫৭৬৭	২৫৪৩৮	৫৩৭০	৩৯২৭	৮৫	৬৮৭০	৪৫৪৫	২২৫২৫৬
২০০৩	১৬২১৩১	২৬৭২২	৩৭৩৪৬	৭৪৮২	৪০২৯	২৮	৫৩০৪	১১১৪৮	২৫৪১৯০
২০০৪	১৩৯০৩১	৪১১০৮	৪৭০১২	৯১৯৪	৪৪৩৫	২২৪	৬৯৪৮	২৫০০৬	২৭২৯৫৮
২০০৫	৮০৪২৫	৪৭০২৯	৬১৯৭৮	১০৭১৬	৪৮২৭	২৯১১	৯৬৫১	৩৫১৬৫	২৫২৭০২
২০০৬	১০৯৫১৩	৩৫৭৭৫	১৩০২০৪	১৬৩৫৫	৮০৮২	২০৪৬৯	২০১৩৯	৪০৯৭৯	৩৮১৫১৬
২০০৭	২০৪১১২	৪২১২	২২৬৩৯২	১৬৪৩৩	১৭৪৭৮	২৭৩২০১	৩৮৩২৪	৬৮১৮৮	৮৩২৬০৯
২০০৮	১৩২১২৪	৩১৯	৪১৯৩৫৫	১৩১৮২	৫২৮৯৬	১৩১৭৬২	৫৬৮৫১	৬৮৮৩৬	৮৭৫০৫৫
২০০৯	১৪৬৬৬	১০	২৫৮৩৪৮	২৮৪২৬	৪১৭০৪	১২৪০২	৩৯৫৮১	৮০১৪১	৪৭৫২৭৮
২০১০	৭০৬৯	৪৮	২০৩৩০৮	২১৮২৪	৪২৬৪১	৯১৯	৩৯০৫৩	৭৫৮৪০	৩৯০৭০২
২০১১	১৫০৩৯	২৯	২৮২৭৩৯	১৩৯৯৬	১৩৫২৬৫	৭৪২	৪৮৬৬৭	১৯০৩৮	৫৬৮০৬২
২০১২*	৩১৮২	--	৮৬৯৯৬	৫০৪২	৫৩০১২	১৭৮	১২৫৭৯	২৫৩০২	১৮৬২৮১

* মার্চ '২০১২

উৎসঃ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতিরও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ২০০২ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ৭৩ শতাংশ হয়েছে সৌদি-আরবে এবং এ হার ২০১১ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩ শতাংশে। পক্ষান্তরে, ২০০২ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রায় ১১ শতাংশ কর্মীগমন করে এবং এ হার ২০১১ সালে দাঁড়ায় ৫৫ শতাংশে। ২০০২ সালের তুলনায় ২০১১ সালে ওমানে জনশক্তি রপ্তানি প্রায় ১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০২ সালে অন্যান্য দেশসমূহে মোট জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে যেখানে ২ শতাংশ, সেখানে ২০১১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪ শতাংশে পৌছেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ধীরে ধীরে হলেও প্রসারিত হচ্ছে।

লেখচিত্র ৩.৫(ক): ২০০২ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি হার

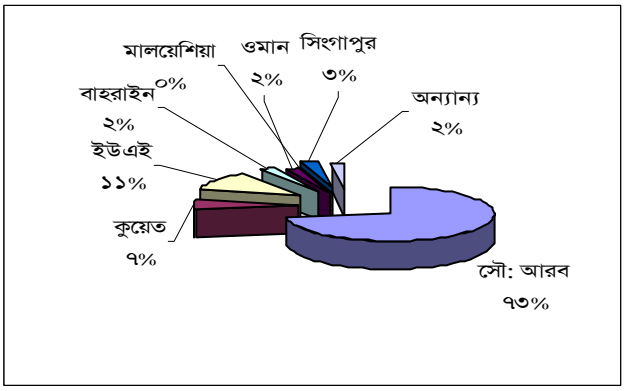

লেখচিত্র ৩.৫(খ): ২০১১ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

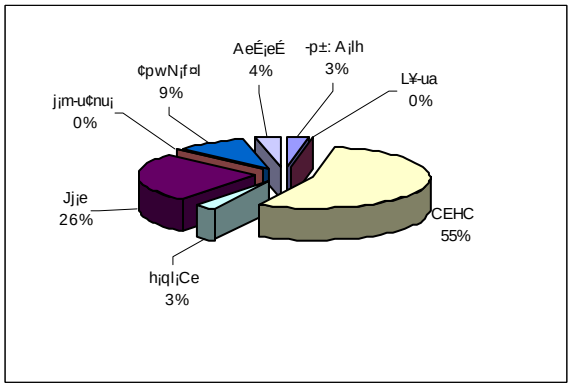

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ হতে । তবে এক্ষেত্রে গত কয়েক বছর থেকে এককভাবে সৌদি আরবের পরেই যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। ২০০২-১১ অর্থবছর হতে দেশওয়ারি প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের অঙ্ক সারণি ৩.৯-এ দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.৯: দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের অঙ্ক

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	সৌ. আরব	আরব আমিরাত	কাতার	ওমান	বাহরাইন	কুয়েত	যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	অন্যান্য	মোট
২০০২-০৩	১২৫৪.৩১	৩২৭.৪০	১১৩.৫৫	১১৪.০৬	৬৩.৭২	৩৩৮.৫৯	৪৫৮.০৫	২২০.২২	৪১.৪০	৩১.০৬	৯৯.৬১	৩০৬১.৯৭
২০০৩-০৪	১৩৮৬.০৩	৩৭৩.৪৬	১১৩.৬৪	১১৮.৫৩	৬১.১১	৩৬১.২৪	৪৬৭.৮১	২৯৭.৫৪	৩৭.০৬	৩২.৩৭	১২৩.১৮	৩৩৭১.৯৭
২০০৪-০৫	১৫১০.৪৫	৪৪২.২৪	১৩৬.৪১	১৩১.৩২	৬৭.১৮	৪০৬.৮০	৫৫৭.৩১	৩৭৫.৭৭	২৫.৫১	৪৭.৬৯	১৪৭.৬০	৩৮৪৮.২৯
২০০৫-০৬	১৬৯৬.৯৬	৫৬১.৪৪	১৭৫.৬৪	১৬৫.২৫	৬৭.৩৩	৪৯৪.৩৯	৭৬০.৬৯	৫৫৫.৭১	২০.৮২	৬৮.৮৪	২৩৮.৮১	৪৮০১.৮৮
২০০৬-০৭	১৭৩৪.৭০	৮০৪.৮৪	২৩৩.১৭	১৯৬.৪৭	৭৯.৯৬	৬৮০.৭০	৯৩০.৩৩	৮৮৬.৯০	১১.৮৪	৮০.২৪	৩৩৯.৩২	৫৯৭৮.৪৭
২০০৭-০৮	২৩২৪.২০	১১৩৫.১০	২৮৯.৮০	২২০.৬০	১৩৮.২০	৮৬৩.৭০	১৩৮০.১০	৮৯৬.১০	৯২.৪৪	১৩০.১০	৪৪৪.৫০	৭৯১৪.৮০
২০০৮-০৯	২৮৫৯.০৯	১৭৫৪.৯২	৩৪৩.৩৬	২৯০.০৬	১৫৭.৪৫	৯৭০.৭৫	১৫৭৫.২২	৭৮৯.৬৫	২৮২.২০	১৬৫.১৩	৫০১.৩৩	৯৬৮৯.১৬
২০০৯-১০	৩৪২৭.০৫	১৮৯০.৩১	১০১৯.১৮	১৭০.১৪	১৯৩.৪৬	৫৮৭.০৯	৩৪৯.০৮	৩৬০.৯১	৮২৭.৫১	১৪৫১.৮৯	৪৫৩.৮৬	১০৯৮৭.৪০
২০১০-১১	৩২৯০.০৩	২০০২.৬৩	৩১৯.৩৫	৩৩৪.৩২	১৮৫.৯২	১০৭৫.৭৫	১৮৪৮.৫২	৮৮৯.৬০	৭০৩.৭৩	২০২.৩২	৭৯৮.১৪	১১৬৫০.৩১
২০১১-১২*	২৩৭৯.৩০	১৫৫৮.০০	২২৬.৬০	২৪০.১০	১৭৯.০০	৮০০.৮০	৯৯৩.৭০	৩৮৮.০০	৫৫০.৩০	১৯৫.৯০	৬১১.০০	৮৪২২.৭০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * ফেব্রুয়ারি, ২০১২ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৩.৬: ২০০২-০৩ এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশভিত্তিক রেমিটেন্স আয়ের শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র

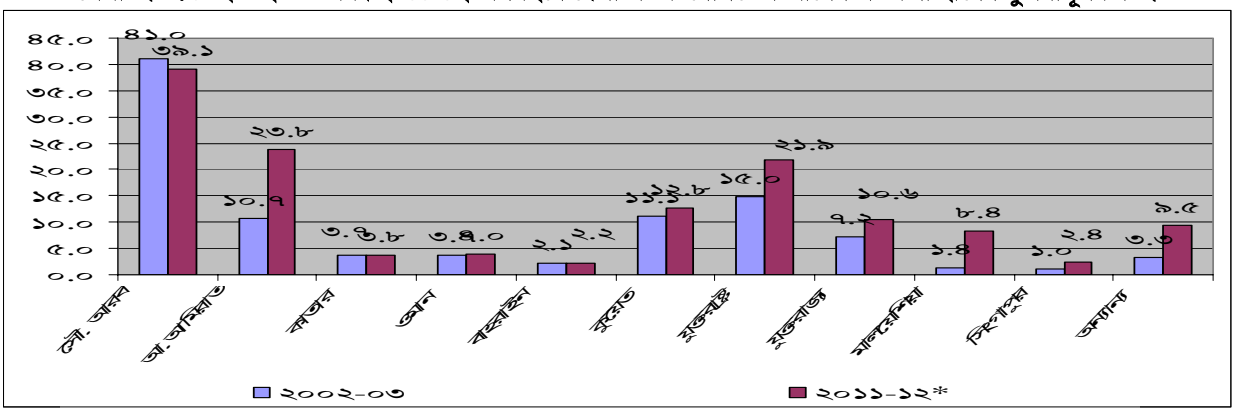

* মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত

মোট রেমিটেন্স আয়ের একক অংশ হিসেবে সৌদি আরব এখনও শীর্ষে অবস্থান করলেও পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে মোট রেমিট্যান্স আরব ৪১.০০ শতাংশ এসেছে, যা ২০১১-১২ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত সময়ে এসে দাঁড়ায় ৩৯.১০ শতাংশে। পক্ষান্তরে, আলোচ্য সময়ে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারী সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে রেমিট্যান্স আয় ১০.৭০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৩.৮ শতাংশে উপনীত হয়েছে। একই সময়ে যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া,যুক্তরাষ্ট্র ও সিংগাপুর থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেলেও কাতার ও ওমান থেকে রেমিটেন্স প্রবাহ প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে ।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও সুপরিচিত শ্রমবাজার। সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলে সংঘটিত রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানিতে ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য সরকার বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে নতুন শ্রম বাজারের অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়াও বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ উৎসাহিত করা ও দ্রুততম সময়ে তা প্রাপকের নিকট পৌছানোর উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি ও বিদেশে শ্রমবাজার অনুসন্ধানে সরকার কর্তৃক গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

(ক) নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান

নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধানের জন্য ৫টি উচ্চ পর্যায়ের সরকারি প্রতিনিধিদল গঠন করা হয়েছে। নতুন শ্রমবাজার হিসাবে ইরাক, রোমানিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাপুয়া নিউগিনি, রাশিয়া, কানাডা, সুইডেন, সুদান, গ্রীস, কঙ্গো, এসতোনিয়া, তানজানিয়া, লাইবেরিয়া, আলজেরিয়া, আজারবাইজান, দক্ষিণ আফ্রিকা, এঙ্গোলা, নাইজেরিয়া, বোতসোয়ারা, সিয়েরা, লিওন প্রভৃতি দেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশী কর্মীদের জন্য ইউরোপ ও আফ্রিকার শ্রমবাজার সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে সুইডেন এঙ্গোলা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরাক, আলজেরিয়া, কঙ্গো প্রভৃতি দেশে কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে।

(খ) **প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন**

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সহায়তা দিতে ও বিদেশ হতে প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃকর্মসংস্থানে আর্থিক সহায়তা দিতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের অর্থায়নে স্থাপিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। ইতোমধ্যেই প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে প্রায় ৪০০ জন বিদেশগামী কর্মীকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) ব্যুরোর কল্যাণ শাখা

কল্যাণ শাখা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতাধীন স্থাপিত একটি সেবাধর্মী শাখা হলো কল্যাণ শাখা। উক্ত শাখা প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় মৃত বাংলাদেশী কর্মীদের মৃতদেহ দেশে আনয়ন, মৃতের লাশ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান, প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মী বিদেশ হতে মৃত্যুজনিত কারণে কোন ক্ষতিপূরণ না পেলে উক্ত মৃতের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান, নিয়োগকর্তার নিকট হতে প্রাপ্ত মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, ইন্স্যুরেন্স, বকেয়া বেতনের অর্থ বিতরণের ব্যবস্থা করা, বিদেশগামী কর্মীদের ব্রিফিং প্রদান, বিদেশে আটকা পড়া কর্মীদের দেশে ফেরত আনয়ন, বিমান বন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনে সহায়তা প্রদানের মত বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। ২০১০ সালে ৫২৬ জন মৃতের উত্তরাধিকারীগণকে আর্থিক সহায়তা বাবদ ৭.৭৮ কোটি টাকা ও ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ১১২ জন মৃতের উত্তরাধিকারীগণকে ১.১৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

(ঘ) বহির্গমন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন

রিক্রুটিং এজেন্সী এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম হ্রাস ও প্রতারণা রোধে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিংগার প্রিন্টসহ বিদেশগামী কর্মীর যাবতীয় তথ্য ডাটাবেজ নিবন্ধন করা হচ্ছে। ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ডের সাহায্যে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। স্মাট কার্ডে রেকর্ড থাকার কারণে বিমানবন্দরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মীর এমবারকেশন কার্ড প্রিন্ট হওয়ার ফলে বিমান বন্দরে কর্মীদের হয়রানি অনেকাংশে বন্ধ হয়েছে।

(ঙ) বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহিতকরণ

- রেমিটেন্স আহরণ এবং বিতরণের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর সাথে বাংলাদেশস্থ ব্যাংকগুলোর ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৩০০টি বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউসের সাথে বাংলাদেশের ৪২টি ব্যাংকের প্রায় ৮৫০টি ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশী ব্যাংকগুলোর বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রতিষ্ঠার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং এক্সচেঞ্জ হাউজ স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশস্থ ১৬টি ব্যাংকের বিদেশে ৪৪টি নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজ স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।
- রেমিটেন্স বিতরণ নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি এবং রেমিটেন্স বিতরণ প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করার প্রয়োজনে এ পর্যন্ত ১৬টি Microfinance Institution কে রেমিটেন্স বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- রেমিটেন্স বিতরণ নেটওয়ার্ক আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ হিসেবে সম্প্রতি দেশের ৪টি ব্যাংক (ঢাকা ব্যাংক লিঃ, ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ এবং সিটি ব্যাংক এনএ) কে রেমিটেন্স এর অর্থ Mobile Operator গুলোর outlets এর মাধ্যমে বিতরণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণকারীগণকে এককভাবে বা এদেশীয় উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্প স্থাপনের অনুমতি প্রদানের পাশাপাশি Foreign Direct Investment (FDI) আকারে এদেশে বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য দেশে বিবিধ বিনিয়োগ সুবিধা যেমন-(ক) Wage Earners' Development Bond (খ) US Dollar Investment Bond এ (গ) US Dollar Premium Bond এ বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান ইত্যাদি।
- রেমিটেন্স বিতরণ দ্রুততর ও ব্যয় সাশ্রয়ীকরণের লক্ষ্যে Remittance and Payment Partnership Project (FPP)–এর আওতায় Challenge Fund এর মাধ্যমে Remmittance Delivery Infrastructure উন্নয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন।
- বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার অন্তর্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধি তথা অধিক রেমিটেন্স প্রেরণকে উৎসাহিত করতে অধিক রেমিটেন্স প্রেরণকারীকে সরকার কর্তৃক CIP মর্যাদা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।